THE BANGLADESH OBSERVER

তারিখ ... 5/2/85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

024

পরীক্ষার নম্বর ও ক্লাস

এমন ঘটনা ঘটার কথা নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় থাকারই কথা। বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বোর্ড যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই বিজ্ঞজন। কোন কিছুই তাঁদের দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। কিন্তু মনে হচ্ছে অন্তত এই ব্যাপারটি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

প্রশ্নটি পরীক্ষা নিয়ে। পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে। সমস্যাটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক। অভিযোগে বলা হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৪০ ভাগ নম্বর পেলেই দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পাওয়া যায়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় বিভাগ পেতে হলে শতকরা ৪৫ নম্বর পেতেই হবে। অভিযোগকারীদের বক্তব্য হচ্ছে এই ব্যবধানের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষায় অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এমনকি চাকরির প্রতিযোগিতায়ও অসুবিধার মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

এই অভিযোগ নিঃসন্দেহে ভেবে দেখবার মত। আমাদের মত হচ্ছে এ ব্যাপারে সারা দেশেই পরীক্ষায় শ্রেণীবিন্যাসের এক ধরনের মাপকাঠি থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই মুহূর্তে আমরা ঠিক বলতে পারব না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রকৌশল বিদ্যালয়ে ভিন্ন কোন নিয়ম চালু আছে কিনা। আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে এ ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে প্রযোজ্য একটি নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে আবার ভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে।